কাল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্ব

মার্কসের সমাজতত্ত্ব বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টি নিয়েই মার্কসবাদ বিশ্বকে বিচার করে। বস্তুত মার্কসবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞান দর্শন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কারণেই মার্কসবাদকে বলা হয় বস্তুবাদী দর্শন। বস্তুবাদ এর সাহায্যে মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন। মাক্স এবং এনজেলস এর বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর নামে খ্যাত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাটি গ্রিক শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার বুৎপত্তিগত অর্থ হল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া।

মার্কসবাদ হলো একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন। বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল এর দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও ভাববাদকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র দ্বন্দ্ববাদ কে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে ফয়েরবাখের বস্তুবাদ এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এই কারণেই বলা হয় মাক্স এর দর্শন হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ই দর্শন অর্থাৎ বস্তু জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হলো দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রবাহমানতা ও চলমান তাকে মার্কসীয় দর্শনের গ্রহণ করা হয়েছে। মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ এর ভিত্তিতে সংসারকে অবিরাম গতি ও বিকাশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর মূল কথা হলো এ বস্তুজগৎ গতিশীল ও সাদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ বর্তমান আর এর মাধ্যমেই বস্তুজগতের পরিবর্তনেও বিকাশ ঘটে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও মানুষের চিন্তার গতি সম্পর্কিত সাধারণ বিজ্ঞান হল বিশ্বজনীন এই বিধান ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় মার্কসবাদের ক্ষেত্রে হেগেল কে অনুসরণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু মার্কসীয় ধন্যবাদ হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ থেকে পৃথক হেগেলীয় দর্শন হলো ভাষার মাস সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী তাই তার দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থের তিনি বলেছেন " my dialectic is opposite of hegel's dialectic".
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর আলোচনায় মাক্স কতগুলি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন সেগুলি হল তার তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা-

১. সমস্ত বস্তুর পরস্পর নির্ভরশীল: পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন বিষয় বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি বস্তু বা ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বক্তব্য হল সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় ঘটনা ওকে বিচার বিশ্লেষণ করা।

২. বস্তু মাত্রই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল: বস্তু মাত্রেই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব প্রকৃতির কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয় এবং অনর্গল নয় নতুন বস্তুর জন্ম এবং পুরাতন এর ধ্বংস প্রাকৃতিক জগতের সর্বদা ঘটে চলেছে তাই মার্কসবাদ অনুসারে সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তন স্বাভাবিক।

৩. বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন: ক্রমবিকাশ এ প্রক্রিয়ায় পরিমাণগত পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে গুণগত পরিবর্তনের রূপান্তরিত হয় এবং এই পরিবর্তন দ্রুতগতিসম্পন্ন নিয়মে তাই অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর এই প্রসঙ্গে বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের কথা বলেন।

৪. বস্তু ও ঘটনার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব: প্রত্যেক বস্তু ঘটনার মধ্যে পরস্পর বিপরীত ধর্ম একই সঙ্গে বর্তমান থাকে। তার ফলে বস্তু ঘটনার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন সংঘটিত হয় তেমনি অন্যদিকে একই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। লেনিনের মত প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত আলোচনা ই হল দ্বান্দ্বিকতা।

৫. নেতির নেতিকরন: সমাজ বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মৌলের অবস্থান অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়। পুরাতন অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে নতুনের আবির্ভাবে অসম্ভব তাই মার্কসের মতে পুরাতন এর অবস্থান ও নতুন এর আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হলো সংশোধন নতুন এর আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ।

মাক্স এর দ্বন্দ্ব বাদে শুধুমাত্র ভিন্নধর্মী দুটি শক্তির সংঘাত বা বিরোধিতার কথা বলা হয়নি , প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বান্দ্বিকতা হলো মূলত পারস্পরিক প্রভাবজনিত এক প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কোন বিমুর্ত তত্ত্ব নয়। সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা গভীরভাবে পর্যালোচনা ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টির তাৎপর্য বিরোধ বিতরকের ঊর্ধ্বে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাজের বর্তমান রূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তেমনি ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান করা সম্ভব হয়।